মাইজভাণ্ডারের বাহাছ

ঘোষবিলায় মাইজভাণ্ডারদিগের সহিত পীরের ছেজদা ও সঙ্গীত-বাদ্য সম্বন্ধে বাহাছ

সাং—কামটা, পোঃ-দেবীশহর, থানা-দেবহাট্টা, জেলা-খুলনার

খয়রুল্লাহ কর্ত্তৃক সংগৃহীত

জেলা উত্তর ২৪ পরগণা, বশিরহাট মাওলানাবাগ নিবাসী—
খ্যাতনামা পীর, মুহাদ্দিছ, মুফাচ্ছির, মুবাল্লিগ, মুবাহিছ, ফকিহ্
শাহ্ সুফী আলহাজ্জ হজরত আল্লামা—

মোহাম্মদ রুহল আমিন (রহঃ)

কর্ত্তৃক প্রণীত ও তদীয় পৌত্র

পীরজাদা **মোহাম্মদ শরফুল আমিন**

কর্ত্তৃক

বশিরহাট "নবনূর প্রেস" হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

(তৃতীয় মুদ্রণ সন ১৪১১ সাল)

মূল্য ঃ ৮ টাকা

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين و الصلوة و السلام على رسوله سيدنا محمد و آله و صحبه اجمعين ٠

মাইজভাণ্ডারের বাহাছ

ঘোষবিলায় মাইজভাণ্ডারদিগের সহিত পীরের ছেজদা ও সঙ্গীত-বাদ্য সম্বন্ধে বাহাছ

নদীয়া জেলার আলমডাঙ্গা ষ্টেশনের নিকট ঘোষবিলা ইত্যাদি অঞ্চলে ত্রিপুরা জেলার মৌলবী আবুছইদ হায়দরী নামক জনৈক মাইজভাণ্ডারি চেলা আত্মপ্রকাশ করিয়া দেশের নিরক্ষর বহু লোককে নিজের ভ্রান্ত মতের দিকে আকর্ষণ করিয়া মহা অশান্তির সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তাহারা সঙ্গীত-বাদ্য হালাল ও গুরুদিগের পায়ে ছেজদা করা হালাল হওয়ার দাবি করিয়া, নামাজের অনাবশ্যকতার ও সুদ

হালাল হওয়ার মত প্রকাশ করিয়া মহা হৈ চৈ আরম্ভ করিয়া দিয়াছিলেন। এই জন্য সন ১৩৩৭ সালের ৬ই আষাঢ় তারিখে উক্ত গ্রামে এক বাহাছ-সভা আহ্বান করা হয়। মাইজভাণ্ডারের পক্ষ সমর্থন কল্পে কলিকাতা মেটিয়াবুরুজ হইতে মৌলবী অহিদোজ্জামান, মৌলবী আখতারোজ্জামান, অন্য একজন অপরিচিত মৌলবী ও ত্রিপুরার মৌলবী আবুছইদ সাহেবান উপস্থিত হইয়াছিলেন।

ছুন্নত-অল জামায়াতের পক্ষে সমর্থন কল্পে মাওলানা গুলমোহম্মদ খোরাছানি, মাওলানা মোহম্মদ রুহুল আমিন, মাওলানা মোয়েজদ্দিন হামিদী, মাওলানা ফয়জুল্লাহ চিশতি, নদীয়ার মাওলানা ফজলুল রহমান ও বহু গণ্যমান্য আলেম উপস্থিত হইয়াছিলেন। বেলা ৭টার সময় মাইজভাণ্ডারের পক্ষের মৌলবী অহিদোজ্জামান ছাহেব এই মর্ম্মে একখানা পত্র লিখিলেন যে, কেবল ছেজদা ও সঙ্গীত-বাদ্য সম্বন্ধে বাহাছ হইবে এবং বাহাছের শালিষ নিরপেক্ষক ব্যক্তি হইবে। তদুত্তরে মাওলানা রুহুল আমিন ছাহেব লিখিয়া পাঠাইলেন, উভয় পক্ষে যে সমস্ত বিষয়ে বাদানুবাদ চলিতেছে, সমস্ত বিষয়ের মীমাংসা হইবে। যে ব্যক্তি কোর-আন, হাদিছ, তফছির ও ফেকহ ইত্যাদি পড়িতে বুঝিতে পারেন, এইরূপ লোক শালিষ হইতে পারিবেন।

বেলা ১০ ঘটিকা হইতে ১২টার মধ্যে সভাস্থল লোকে লোকারণ্য হইয়া গেল, শ্রোতৃমণ্ডলীর বাহাছ শ্রবণের আকাঙ্খা এত বেশী ছিল যে অতিরিক্ত বর্ষাপাত হওয়া সত্ত্বেও তাহারা স্থান ত্যাগ করিলেন না। জোহরের নামাজ পাঠান্তে বাহাছের শর্ত্ত লইয়া বাদানুবাদ হইতে লাগিল। মৌলবী আবু ছইদ ছাহেব বলিলেন, একজন নিরপেক্ষক লোক কিম্বা ফুরফুরার পীর ছাহেব শালিষ হইবেন। মাওলানা রুহুল আমিন সাহেব বলিলেন, যদি আপনারা ফুরফুরার পীর সাহেব কেবলাকে শালিষ মান্য করা সঙ্গত বোধ করিয়া থাকেন, তবে ইহার ব্যবস্থা পূর্ব্বে করা উচিত ছিল। বর্ত্তমানে যে সমস্ত দেশীয় গণ্যমান্য আলেম উপস্থিত আছেন, তাঁহারাই শালিষ হইবেন।

মৌলবী আবুছইদ সাহেব বলিলেন, যদি দেশীয় আলেমগণের দ্বারা ইহার মীমাংসা সম্ভব হইত, তবে সুদূর কলিকাতা হইতে আলেমগণের আনয়ন করার আবশ্যক হইত না। মাওলানা রুহল আমিন সাহেব বলিলেন, আপনারা কি দেশীয় আলেমগণকে মীমাংসার জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন? যখন তাহা করা হয় নাই, তখন উপরোক্ত রুপ দাবি সঙ্গত হইতে পারে না।

মাওলানা রুহল আমিন সাহেব বলিলেন, নির্দ্দিষ্ট কোন শালিষের আবশ্যক নাই, সভার প্রত্যেক শ্রোতা শালিষ হইবেন, প্রত্যেকের বিবেক-বুদ্ধি আছে, কাজেই অন্য শালিষের দরকার নাই, নিজেরা যাহা বুঝিতে পারিবেন, তদনুযায়ী কার্য করিবেন।

অন্য পক্ষ ইহাতে আপত্তি করিতে লাগিলেন, তখন মাওলানা রুহল আমিন সাহেব শ্রোতৃবৃন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনারা কি বিনা শালিষে বাহাছ শুনিতে চান? অমনি প্রায় সকলেই হস্ত উত্তোলন পূর্ব্বক তাহাই স্বীকার করিলেন।

মাওলানা রুহল আমিন ছাহেব বলিলেন, আপনারা ছেজদা ও সঙ্গীত বাদ্য হারাম বলেন কিম্বা হালাল বলেন?

যদি হারাম বলেন, তবে আমাদের উভয়ের মত এক, কাজেই বাহাছের দরকার নাই। আর যদি হালাল বলেন, তবে এক্ষণে বাহাছ আরম্ভ হইবে।

মৌলবী আবুছইদ ছাহেব একখানা কাগজে নিম্নোক্ত প্রকার উত্তর দিলেন ;—

(۱) پیر مرشدون کو سجدۂ تحیت کرنا حسبۃ للہ جائزھے ★

(۲) غنا بامز امیر اهل کے لئے جائز ھے اور غیر اهل کے لئے نا جئزھے *

(১) "ছওয়াব লাভ উদ্দেশ্যে পীর মোর্শেদগণকে তা'জিমি ছেজদা করা জায়েজ।"

(২) বাদ্যসহ সঙ্গীত করা উপযুক্ত লোকদিগের (পীরগণের) জন্য জায়েজ এবং অনপযুক্ত লোকদিগের জন্য নাজায়েজ।"

প্রত্যেক পক্ষের জন্য ২০ মিনিট করিয়া বক্তৃতা করার সময় নির্দ্ধারিত হইল।

ছুন্নত অল জামাতের পক্ষে মাওলানা রুহল আমিন ছাহেব তার্কিক নিযুক্ত হইলেন এবং মাওলানা ময়েজদ্দীন হামিদী ছাহেব কেতাবরাশি সাজাইয়া যথাসময়ে সংগ্রহ করিয়া দিতে নিয়োজিত হইলেন।

মাওলানা রুহল আমিন ছাহেব বলিলেন, মৌলবী সাহেবের মতে পীর মোর্শেদগণকে তা'জিমি ছেজদা করা জায়েজ। যদি তিনি ইহার প্রমাণ পেশ করিতে পারেন, তবে আমরাও তাঁহার নিকট মুরিদ হইয়া যাইব।

মৌলবী আবুছইদ ছাহেব বলিলেন, ফেরেশতাগণ হজরত আদম (আঃ)কে ছেজদা করিয়াছিলেন। হজরত ইয়াকুব (আঃ) ও তাঁহার পুত্রগণ হজরত ইউছুফ (আঃ)কে ছেজদা করিয়াছিলেন। হজরত পীরান-পীর ছাহেবকে তাঁহার শিষ্যগণ ছেজদা করিয়াছিলেন। ইহা বলিয়া তিনি বসিয়া পড়িলেন।

মাওলানা রুহল আমিন ছাহেব দণ্ডায়মান হইয়া কেতাবরাশি খুলিয়া তৎসমস্তের এবারত পড়িয়া উহার প্রতিবাদ করিতে লাগিলেন। তিনি নিম্নোক্ত দলীলগুলি পেশ করিলেন।

তফছিরে-রুহোল মায়ানির ১/১৯১ পৃষ্ঠায় হজরত আদম (আঃ) এর ছেজদার ব্যাখ্যায় লিখিত আছে :—

و السجود فی الاصل تذلل من انخفاض بانحناء
و فی الشرع وضع الجبهة علی قصد العبادة و فی
المعنی المامور به هنا خلاف فقیل المعنی الشرعی
و المسجود له فی الحقیقة هو الله تعالی و آدم اما

قبلة او سبب و قيل المعنى اللغوي و لم يكن فيه وضع الجباه بل كان مجرد تذلل و انقياد ★

ছেজদা শব্দের আভিধানিক অর্থ—মস্তক নত করিয়া নম্রতা প্রকাশ করা। শরিয়তের ব্যবহারে এবাদত উদ্দেশ্যে ললাট জমিতে রাখা। ফেরেশতাগণের প্রতি যে হজরত আদম (আঃ)কে ছেজদা করার আদেশ করা হইয়াছিল, এই ছেজদার অর্থ কি, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে। একদল বলিয়াছেন, এস্থলে 'ছেজদা' শরিয়তের অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, প্রকৃতপক্ষে আল্লাহতায়ালাকে ছেজদা করা হইয়াছিল, (হজরত) আদম (আঃ) কেবলা কিম্বা কারণ ছিলেন। অন্যদল বলিয়াছেন, উহার আভিধানিক অর্থ গৃহীত হইবে, ইহাতে ললাট জমিতে রাখা হইয়াছিল না বরং কেবল বিনীত হওয়া ও আনুগত্য স্বীকার করা ছিল।

তফছিরে-বয়জবি, ১/১৪০/১৪১ পৃষ্ঠা :—

اما المعنى الشرعى فالمسجود له بالحقيقة هو الله تعالى وجعل آدم قبلة لسجودهم تفخيما لشانه و اما المعنى اللغوى و هو التواضع لآدم تحية و تعظيما له كسجود اخوة يوسف له او التذلل و الانقياد بالسعى فى تحصيل ما ينوط به معاشهم و يتم به كمالهم ✱

"হয় শরিয়ত-সঙ্গত অর্থ গ্রহণ করা হইবে, এসূত্রে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহতায়ালাকেই ছেজদা করা হইয়াছিল এবং (হজরত) আদম (আঃ) তাঁহাদের ছেজদার জন্য কেবলা স্থিরীকৃত হইয়াছিলেন, উদ্দেশ্য এই যে, তাঁহার মর্য্যাদা উন্নত করা হইবে। কিম্বা উহার আভিধানিক অর্থ গ্রহণ করা হইবে উহা (হজরত) আদম (আঃ) এর ছালাম ও সম্মান উদ্দেশ্যে নত হওয়া, যেরূপ (হজরত) ইউছুফ (আঃ)এর ভ্রাতাগণ তাঁহাকে করিয়াছিলেন। অথবা উহার অর্থ আদম ও তাঁহার সন্তানগণের জীবিকা নির্ব্বাহের উপায় ও তাহাদের পূর্ণতা অর্জ্জনের পন্থা উদ্ভাবনে চেষ্টা করিতে বাধ্য ও অনুগত হওয়া।"

তফছিরে-ছেরাজোল-মনির, ১/৪৪/৪৫ পৃষ্ঠা :—

و السجود فى الاصل تذلل مع تطا من و فى الشرع وضع الجبهة على قصد العبادة و المامور به اما المعنى الشرعى فالمسجود له فى الحقيقة هو الله تعالى وجعل أدم قبلة سجودهم كما جعلت الكعبة قبلة للصلوة و الصلوة لله و اما المعنى اللغوي و هو التواضع لادم تحية و تعظيما له كسجود اخوة يوسف له و لم يكن فيه وضع الجبهة بالارض انما كان الانحناء فلما جاء الاسلام بطل ذلك بالسلام ✪

ছেজদার আভিধানিক অর্থ মস্তক ঝুকাইয়া বিনীত হওয়া। শরিয়তের ব্যবহারে উহার অর্থ এবাদত উদ্দেশ্যে জমিতে ললাট স্থাপন করা। এস্থলে হয় শরিয়ত-সঙ্গত অর্থে তাহাদিগকে ছেজদা করিতে আদেশ করা হইয়াছিল, এক্ষেত্রে প্রকৃত পক্ষে আল্লাহতায়ালাকে ছেজদা করা হইয়াছিল এবং (হজরত) আদম (আঃ) তাঁহাদের ছেজদার জন্য কেবলা স্থিরীকৃত হইয়াছিলেন, যেরূপ কা'বা শরিফ নামাজের কেবলা স্থিরীকৃত হইয়াছে এবং নামাজ খোদার জন্য।

কিম্বা আভিধানিক অর্থে তাহাদিগকে ছেজদা করিতে আদেশ করা হইয়াছিল, উহা (হজরত) আদম (আঃ)-এর ছালাম ও সম্মানের জন্য তাঁহার জন্য নত হওয়া, যেরূপ (হজরত) ইউছুফ (আঃ)এর ভ্রাতাগণ তাঁহার জন্য মস্তক নত করিয়াছিলেন। এস্থলে জমিনে ললাট স্থাপন করা ছিল না, উহা কেবল মস্তক ঝুকান ছিল। যখন ইছলামের আবির্ভাব হইল, তখন ছালাম দ্বারা উহা বাতীল হইয়া গেল।"

তফছিরে-মনির, ১/১০ পৃষ্ঠা ;—

سجود تعظيم لادم من غير وضع الجبهة على الارض

"(হজরত) আদম (আঃ)এর তা'জিমি (সম্মানসূচক) ছেজদা

ছিল, ইহাতে ললাট জমিতে রাখা হইয়াছিল না।"

তফছিরে-আজিজ, ১/১০ পৃষ্ঠা ;—

سجود تعظيم و تسليم و تحية و كان ذلك انحناء يدل على التواضع و لم يكن وضع الجبهة على الارض *

সম্মান ও সম্মানসূচক ছেজদা ছিল, ইহা মস্তক ঝুকান ছিল, যাহাতে বিনম্র হওয়া বুঝা যায়, ইহাতে ললাট জমিতে স্থাপন করা হইয়াছিল না।

তফছিরে-জালালাএন; —

سجود تحية بالانحناء

"মস্তক ঝুকাইয়া ছালাম সূচক ছেজদা করা হইয়াছিল।"

হাসিয়ায়-জোমাল, ১/৪০ পৃষ্ঠা ;—

اي سجود تعظيم لادم ثم نسخ الاسلام هذه التحية و جعل التحية هي السلام و قوله بالانحناء اي من غير وضع الجبهة على الارض و هذا اصح القولين في المقام

"আদম (আঃ)কে তা'জিমি ছেজদা করা হইয়াছিল, তৎপরে ইছলাম এই তা'জিম মনছুখ করিয়া দিয়াছে এবং তা'হিয়া ছালাম স্থিরীকৃত হইয়াছে। এমাম জালালুদ্দিন যে ছেজদার অর্থ মস্তক ঝুকান বলিয়াছেন—অর্থাৎ জমিতে ললাট স্থাপন করা হইয়াছিল না, এস্থলে উভয় মতের মধ্যে ইহাই সমধিক ছহিহ মত।"

আহকামোল-কোর-আন ;—

اتفقت الامة على ان السجود لادم لم يكن سجود عبادة و انما كان على وجهين اما سلام الاعاجم بالتكفي و الانحناء و التعظيم و اما وضعه قبلة السجود للكعبة و بيت المقدس و قد نسخ الله تعالي جميع ذلك في هذه الملة *

উম্মতগণ একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে, আদম (আঃ)এর ছেজদা এবাদতের ছেজদা ছিল না, ইহা দুই প্রকার হইতে পারে হয় হস্ত ও মস্তকের ইশারা করিয়া ও সম্মান প্রকাশ করিয়া আজমি লোকদিগের ছালামের তুল্য ছিল, কিম্বা তাঁহাকে কেবলা স্থির করা হইয়াছিল, যেরূপ কা'বা ও বয়তোল-মকদ্দছকে কেবলা করিয়া ছেজদা করা হয়। নিশ্চয় আল্লাহ এই ইছলাম ধর্ম্মে তৎসমস্ত মনছুখ করিয়া দিয়াছেন।

ইহা ত গেল হজরত আদম (আঃ)এর ছেজদার বিবরণ। এক্ষণে হজরত ইউসুফ (আঃ)এর ছেজদার অর্থ শুনুন ;—

তফছিরে-ছেরাজোল-মনির, ২/১৩৪/১৩৫ পৃষ্ঠা ;—

و خروا له سجدا ای انحنوا له ابواه و اخوته سجود انحناء و التواضع قد يسمى سجودا لا وضع جبهة و كان تحيتهم فى ذلك الزمان و روى عن ابن عباس انه قال معناه خروا لله سجدا بين يدي يوسف عليه السلام فيكون سجود لشكر الله لاجل وجدان يوسف *

"তাঁহার (হজরত ইউছুফ (আঃ) এর পিতামাতা এবং ভ্রাতাগণ তাঁহার জন্য মস্তক ঝুকাইয়া ছিলেন। কখন নত হওয়াকে ছেজদা নামে অভিহিত করা হয়। এস্থলে ছেজদার অর্থ ললাট জমিতে রাখা নহে। সেই সময় মস্তক ঝুকান তাহাদের ছালাম ছিল। এবনো-আব্বাছ কর্ত্তৃক রেওয়াএত করা হইয়াছে, নিশ্চয় তিনি বলিয়াছেন, আয়তের অর্থ এই যে, তাঁহারা (হজরত) ইউসুফ (আঃ)এর সম্মুখে আল্লাহতায়ালার জন্য ছেজদা করিয়াছিলেন, কাজেই (হজরত) ইউসুফ (আঃ)কে পাওয়ার জন্য আল্লাহতায়ালার শোকরের ছেজদা করা হইয়াছিল।

তফছিরে-মোনির, ১/৪৩৮ পৃষ্ঠা ;—

و خروا لله سجدا شكرا لاجل يوسف و لاجتماعهم به و كان يوسف كالقبلة لهم كما سجدت الملائكة لادم

و ذلك جائز فى ذلك الزمان فلما جاءت هذه الشر
يعة نسخت هذه الفعلة و يقال كان سجودهم تحيتهم
فيما بينهم كهيئة الركوع فهو فعل الاعاجم ●

"তাঁহারা (হজরত) ইউছুফ (আঃ)এর সহিত সাক্ষাৎ লাভের জন্য আল্লাহতায়ালার জন্য শোকরের ছেজদা করিয়াছিলেন। (হজরত) ইউছুফ (আঃ) তাঁহাদের 'কেবলা' স্বরূপ ছিলেন, যেরূপ ফেরেশতাগণ (হজরত) আদম (আঃ)কে ছেজদা করিয়াছিলেন। ইহা উক্ত জামানার জায়েজ ছিল। যখন এই শরিয়ত প্রকাশিত হইল, তখন এই কার্য্য মনছুখ করিয়া দিল। কেহ কেহ বলিয়াছেন, যেরূপ আজামি লোকেরা রুকু পরিমাণ ঝুকিয়া ছালাম করিয়া থাকে, সেইরূপ তাহাদের জামানার রুকু পরিমাণ ঝুকিয়া ছালাম করার প্রথা ছিল।

আহকামোল-কোর-আন, ১/৪৪৯ পৃষ্ঠা ;—

قال العلماء كان سجود تحية و هو الانحناء و قد
نسخ الله فى شرعنا ذلك وجعل الكلام بدلا عن الانحناء

বিদ্বানগণ বলিয়াছেন, ইহা ছালামসূচক ছেজদা ছিল. ইহা মস্তক নত করা ছিল। আল্লাহ আমাদের শরিয়তে ইহা মনছুখ করিয়া দিয়াছেন, এবং মস্তক নত করা স্থলে 'ছালাম' শব্দ স্থির করিয়াছেন।

তফছিরে-কবির, ৫/১৭১ পৃষ্ঠা ;—

الجواب عنه من وجوه الاول و هو قول ابن عباس فى
رواية عطاء ان المراد بهذه الاية انهم خروا له اي لاجل
و جدانه سجدا لله تعالي و حاصل الكلام ان ذلك السجود
كان سجودا للشكر فالمسجود له هو الله الا ان ذلك
السجود انما كان لاجله ; عندي ان هذا التاويل متعين
و الوجه الثانى فى الجواب ان يقال انهم جعلوا

يوسف كالقبلة و سجدوا لله شكرا لنعمة و جدانه و هذا التاويل حسن *

এই আয়তের কয়েক প্রকার অর্থ হইতে পারে—প্রথম এই যে, আতা (হজরত) এবনো-আব্বাছ (রাঃ) হইতে উল্লেখ করিয়াছেন, আয়তের অর্থ এই যে, তাঁহারা (হজরত) ইউছুফ (আঃ)কে প্রাপ্ত হইয়া আল্লাহতায়ালার ছেজদায় পতিত হইয়াছিলেন। মূল মন্তব্য এই যে, এই ছেজদাটি শোকরের ছেজদা ছিল, প্রকৃত পক্ষে আল্লাহতায়ালাকে ছেজদা করা হইয়াছিল, কিন্তু (হজরত) ইউছুফ (আঃ)এর প্রাপ্তির জন্য এই ছেজদা করা হইয়াছিল। আমার মতে এই অর্থই স্থির সিদ্ধান্ত।

দ্বিতীয় এই যে, তাঁহারা (হজরত) ইউছুফ (আঃ)কে 'কেবলা' স্বরূপ স্থির করিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া রূপ নেয়ামতের শোকরের জন্য আল্লাহতায়ালার ছেজদা করিয়াছিলেন। এই অর্থ উত্তম।

হাশিয়ায়-জোমাল, ২/৪৮৩ পৃষ্ঠা :—

احدهما انه كان انحناء على سبيل التحية و الثانى كان على حقيقة السجود و هو وضع الجبهة على الارض كان فى الحقيقة لله على سبيل الشكر و انما كان يوسف كالقبلة لهم كما سجدت الملائكة لادم ★

এই আয়তের দুই প্রকার অর্থ হইতে পারে, প্রথম এই যে, উহা ছালাম স্বরূপ মস্তক ঝুকান ছিল। দ্বিতীয় এই যে, উহা জমিতে ললাট রাখিয়া প্রকৃত ছেজদা করা হইয়াছিল, প্রকৃত পক্ষে শোকরের জন্য আল্লাহকে ছেজদা করা হইয়াছিল. (হজরত) ইউছুফ (আঃ) তাঁহাদের জন্য 'কেবলা' স্বরূপ স্থিরীকৃত হইয়াছিলেন, যেরূপ ফেরেশতাগণ (হজরত) আদম (আঃ)-কে ছেজদা করিয়াছিলেন।"

মূলকথা, ফেরেশতাগণ এবং হজরত ইউছুফ (আঃ)-এর পিতামাতা ও ভ্রাতাগণ যে ছেজদা করিয়াছিলেন, উহার অর্থ মস্তক

ঝুকান। আর যদি উহার অর্থ জমিতে মস্তক রাখা হয়, তবে তাঁহারা খোদাকে ছেজদা করিয়াছিলেন, অবশ্য হজরত আদম (আঃ) ও ইউছুফ (আঃ) কেবলা স্বরূপ ছিলেন। ইহাতে মনুষ্যকে ছেজদা করা প্রমাণিত হয় না। তৎপরে তিনি বসিয়া পড়িলেন।

মৌলবী আবুছইদ হায়দরী দন্ডায়মান হইয়া বলিলেন, জমিতে ললাট স্থাপন ব্যতীত ছেজদার অন্য অর্থ কোর-আন শরিফে নাই। কোর-আন শরিফে যখন উল্লিখিত হইয়াছে যে, হজরত আদম ও ইউছুফ (আঃ)কে কেবলা স্থির করিয়া ছেজদা করা জায়েজ ছিল এবং কোর-আনে প্রাচীন নবিগণের কোন ব্যবস্থা উল্লেখ করিয়া উহা নিষেধ না করিলে, উহা আমাদের শরিয়তে জায়েজ বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। কোর-আনে এইরূপ ছেজদা করা নিষিদ্ধ হওয়া প্রমাণিত হয় নাই। কাজেই আমাদের শরিয়তে পীর মোর্শেদগণকে কেবলা স্বরূপ নির্ণয় করিয়া ছেজদা করা জায়েজ হইবে।

মাওলানা রুহুল আমিন ছাহেব দন্ডায়মান হইয়া বলিলেন, মৌলবী আবুছইদ ছাহেব অনভিজ্ঞতা বশতঃ উপরোক্ত প্রকার দাবি করিয়াছেন। কোর-আন শরিফে এরূপ অনেক আয়ত আছে—যাহাতে বুঝা যায় যে, ছেজদা শব্দের অর্থ আনুগত্য স্বীকার করা এবং আদেশ পালন করা।

(১) ছুরা রহমানে আছে ;—

اَلنَّجْمُ وَ الشَّجَرُ يَسْجُدَانِ

"লতা এবং তরু 'ছেজদা' করিয়া থাকে।"

কেহ কি তরু ও লতাকে ছেজদা করিতে দেখিয়াছে? কাজেই এস্থলে ছেজদার আদেশ পালন করা ও আনুগত্য স্বীকার করা হইবে।

(২) ছুরা নহলে আছে ;—

لِلّٰهِ يَسْجُدُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِى الْاَرْضِ مِنْ

دَابَّةٍ وَّ الْمَلٰٓئِكَةُ وَ هُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ ٥

"আছমান সমূহে যাহা কিছু আছে, জমিনে যে কোন প্রাণী আছে এবং ফেরেশতাগণ ছেজদা করিয়া থাকেন এবং তাঁহারা অহঙ্কার করিয়া থাকে না।"

এই আয়তে আছমান ও জমির সমস্ত অধিবাসীর ছেজদা করার কথা আছে। সমস্ত প্রাণী কি ছেজদা করিয়া থাকে? এই স্থলে ছেজদার অর্থ হুকুম মান্য করা।

(৩) ছুরা হজ্জে আছে ;—

الم تر ان الله يسجد له من فى السموات و من فى الارض و الشمس و القمر و النجوم و الجبال و الشجر و الدواب و كثير من الناس ٭

"তুমি কি দেখ না যে, নিশ্চয় যে কেহ আছমান সমূহে আছে, যে কেহ জমিতে আছে, সূর্য্য, চন্দ্র, তারকারাশি, পর্ব্বতমালা, বৃক্ষ, চতুষ্পদ সকল এবং অনেক লোক আল্লাহতায়ালার ছেজদা করিয়া থাকে।"

এস্থলেও ছেজদার অর্থ আদেশ পালন করা। ইহাতে হয়দরি ছাহেবের দাবি রদ হইয়া গেল।

মৌলবী ছাহেব হজরত মোহম্মদ (ছাঃ)এর উম্মত হইয়া হজরত আদম ও ইয়াকুব (আঃ) এর শরিয়তের ব্যবস্থা মানিতে চাহিতেছেন। হজরত আদম (আঃ)এর শরিয়তে আপন ভগ্নীর সহিত নেকাহ করা জায়েজ ছিল। হজরত ইয়াকুব (আঃ)এর শরিয়তে ফুফির সহিত নেকাহ করা জায়েজ ছিল। এক্ষেত্রে মৌলবী ছাহেব তাঁহাদের শরিয়ত মানিয়া ভগ্নী ও ফুফির সহিত নেকাহ হালাল হওয়ার ফৎওয়া জারি করিবেন কি?

তাহিয়াতের ছেজদা কোর-আন শরিফে হারাম হইয়াছে।

ছুরা আল-এমরাণে আছে ;—

ايا مركم بالكفر بعد اذ انتم مسلمون

"যখন তোমরা মুছলমান হইয়াছ, ইহার পরে কি তিনি (হজরত মোহম্মদ ছাঃ) তোমাদিগকে কাফেরির হুকুম করিতে পারেন?"

তফছিরে-কবির ১/৫০৬ পৃষ্ঠা ;—

دليل على ان المخاطبين كانوا مسلمين و هم الذين استاذنوا الرسول صلى الله عليه و سلم فى ان يسجدوا له

'ইহাতে বুঝা যায় যে, মুছলমানগণ এই আয়তের লক্ষ্যস্থল ছিলেন, তাঁহারা (হজরত) রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)কে ছেজদা করিতে তাঁহার নিকট অনুমতি চাহিয়াছিলেন।"

ছেরাজোল-মনির, ১/২২৩ পৃষ্ঠা ;—

دليل على ان الخطاب للمسلمين وهم المستاذنون على ان يسجدوا له *

ইহাতে বুঝা যায় যে, ইহা মুছলমানদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে, তাঁহারা হজরত (ছাঃ)কে ছেজদা করিবেন বলিয়া তাঁহার নিকট অনুমতি চাহিয়াছিলেন।

রুহোল-মায়ানি, ১/৬১৮ পৃষ্ঠা ;—

استدل به الخطيب على ان الاية نزلت فى المسلمين القائلين افلا نسجدلك ✪

খতিব ইহা দ্বারা দলীল গ্রহণ করিয়াছেন যে, এই আয়ত উক্ত মুছলমানদিগের সম্বন্ধে নাজেল হইয়াছিল-যাহারা হজরত (ছাঃ)কে ছেজদা করার অনুমতি চাহিয়াছিলেন।

হাশিয়ায়-জোমাল, ১/২৯১ পৃষ্ঠা ;—

قال ذلك البعض يا محمد انا نسلم عليك كما يسلم بعضنا على بعض افلا نسجدلك *

" কোন লোক বলিয়াছিল, হে মোহম্মদ (ছাঃ) নিশ্চয় আমরা আপনাকে ছালাম করিয়া থাকি, যেরূপ আমাদের একে অপরকে ছালাম করিয়া থাকে। আমরা কি আপনাকে ছেজদা করিব না? (সেই সময় ইহা নাজেল হইয়াছিল।)"

তফছিরে-বরজবি, ২/২৭ পৃষ্ঠা :—

دليل على ان الخطاب للمسلمين و هم المستأذنون لان يسجدوا له *

"এই শব্দে বুঝা যায় যে, মুছলমানগণ এই আয়তের লক্ষ্যস্থল, তাঁহারা নবি (ছাঃ)কে ছেজদা করিবেন বলিয়া তাঁহার নিকট অনুমতি চাহিয়াছিলেন।"

কোর-আনের এই আয়তে তা'জিমি ও তাহিয়াতের ছেজদা কাফেরি কার্য্য বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, মৌলবী আবুছইদ সাহেব নাকি ইহা খুজিয়া পান নাই। তিনি দাবি করিয়াছেন যে, অমুক অমুক পীরকে তাঁহাদের মুরিদগণ ছেজদা করিয়াছিলেন, ইহা তাঁহার বাতীল দাবি। যদি তিনি এই দাবিতে সত্যবাদী হন, তবে ধারাবাহিক ছনদ উল্লেখ করিয়া ইহার সত্যতা প্রমাণ করুন। কেবল একখানা বাজে কেতাবে ইহা উল্লিখিত থাকিলে, সত্য কথা বলিয়া গ্রহণীয় হইতে পারে না। মৌলবী আহিদোজ্জামান ছাহেব দণ্ডায়মান হইয়া একখানা কেতাব পড়িতে আরম্ভ করিলেন, কিন্তু তিনি যে কি পড়িতে কিম্বা কি কেতাব পড়িতে লাগিলেন, তাহা কেহই বুঝিতে পারিল না। তাঁহার কথা বুঝিতে না পারিয়া সভাস্থ লোকেরা হৈ চৈ করিতে লাগিলেন।

মাওলানা রুহল আমিন ছাহেব দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন, যদি আপনারা বাহাছ শুনিতে চাহেন, তবে চুপ করিয়া থাকুন। লোকেরা স্থির হইয়া গেলে, মৌলবী আহিদোজ্জামান ছাহেব ফাতাওয়ায়-আজিজির ১/১০৬-১০৭ পৃষ্ঠার এবারত পড়িয়া বলিতে লাগিলেন—যখন হজরত আদম (আঃ) ফেরেশতাগণকে সমস্ত বস্তুর নাম শিক্ষা দিয়াছিলেন,

এই হেতু তাঁহারা হজরত আদম (আঃ)কে তাহিয়াতের ছেজদা করিতে আদিষ্ট হইয়াছিলেন, তখন শিক্ষার্থীগণ ও মুরিদগণ, শিক্ষক ও পীরগণকে তাহিয়াতের ছেজদা করিতে আদিষ্ট হইবেন, অবশ্য আমাদের শরিয়তে উহার ফরজ হওয়া মনছুখ হইলেও উহা মোস্তাহাব হইবে।

কোর-আন শরিফে আছে, হজরত ইয়াকুব (আঃ)-এর শরিয়তে তাহিয়াতের ছেজদা জায়েজ ছিল, আমাদের শরিয়তে জায়েজ হইবে। হাদিছে ওয়াহেদ ব্যতীত ইহার মনছুখকারী অন্য কিছু নাই, কিন্তু ওয়াহেদ হাদিছ দ্বারা কোর-আনের হুকুম মনছুখ হইতে পারে না। অবশ্য মোতাওয়াতের হাদিছ থাকিলে উহা মনছুখ হইতে পারিত।

মাওলানা রুহল আমিন সাহেব দন্ডায়মান হইয়া বলিলেন, আপনার কেতাবখানা আমার হাতে দিন, আমি উহা হইতে তাহিয়াতের ছেজদা হারাম প্রমাণ করিয়া দিব।

তিনি উক্ত কেতাবখানা লইয়া বলিলেন, মৌলবী সাহেব নিম্নস্থ যে এবারতে উহা হারাম বলিয়া লিখিত আছে, তাহা কেন পড়িলেন না?

শ্রোতৃগণ শুনুন, শাহ আবদুল আজিজ ছাহেব উহার কি উত্তর দিতেছেন।

তিনি উক্ত কথার নিম্নে লিখিয়াছেন ;—

جواب این شبهه انست که درین تقریر سراسر غفلت از اجماع قطعي است بر تحریم سجده و ذهول عن ذكر الناسخ *

"উক্ত সন্দেহের উত্তর এই যে, এই বক্তৃতায় ছেজদা হারাম হওয়ার প্রতি যে অকাট্য এজমা হইয়াছে তাহা এবং উক্ত বিষয়ের মনছুখকারী আয়ত উল্লেখ করা হয় নাই।"

অর্থাৎ শাহ ছাহেব বলিতেছেন, উক্ত ছেজদায় তাহিয়াত যে মনছুখ হইয়াছে, ইহার মনছুখকারী আয়ত আছে এবং উহা হারাম হওয়ার অকাট্য এজমা দ্বিতীয় দলিল আছে।

শ্রোতৃবৃন্দ মৌলবী ছাহেবের কারসাজি বুঝিতে পারিয়া উচ্চ হাস্য করিতেছিলেন এবং মৌলবী ছাহেব নির্ব্বাক নিস্পন্দ হইতে ছিলেন, তাহার দলস্থ লোকেরা কাষ্ঠ পুত্তলিকাবৎ মাওলানা ছাহেবের বক্তৃতা অনিমেষ নেত্রে শ্রবণ করিতেছিলেন।

তৎপরে মাওলানা ছাহেব উক্ত শাহ আবদুল আজিজ ছাহেবের ছুরা বাকারার তফছিরে-আজিজির ১৭৭ পৃষ্ঠার এবারত পেশ করিলেন।

دوم آنکه برای تکریم و تحیه باشد مانند سلام و سر
ذم کردن به اختلاف رسوم و عادات و تبدل ازمنه و
اوقات مختلف ست گاهی جائز ست و گاهی حرام - در
امتهای سابقه جایز بود چنانچه در قصهٔ حضرت یوسف
و اخوان ایشان واقع شد و در شریعت ما این طریق هم
فیما بین مخلوقات حرام و ممنوع ست بدلیل احادیث
متواتره که درین باب وارد شده ★

দ্বিতীয় এই যে, ছালাম ও মস্তক নত করার তুল্য সম্মান প্রদর্শন ও তাহিয়াতের জন্য হইয়া থাকে, নিয়ম ও রীতি ভেদে এবং জামানা ও সময়ের পরিবর্ত্তনে উহা ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে কখন জায়েজ এবং কখন হারাম হইয়া থাকে। প্রাচীন উম্মতের মধ্যে উহা জায়েজ ছিল, যেরূপ হজরত ইউছুফ (আঃ) এবং তাঁহার ভ্রাতাগণের ব্যাপারে ইহা সংঘটিত হইয়াছিল। আমাদের শরিয়তে এতৎ সংক্রান্ত মোতওয়াতের (অসংখ্য) হাদিছ দ্বারা মনুষ্যদিগের মধ্যে এই প্রকার ছেজদা হারাম ও নিষিদ্ধ হইয়াছে।

ইহাতে বুঝা যায় যে, তাহিয়াতের ছেজদা ওয়াহেদ হাদিছ দ্বারা মনছূখ ও হারাম হয় নাই, বরং মোতাওয়াতের হাদিছ দারা মনছূখ ও হারাম হইয়াছে।

মেশকাত;—

عن قيس بن سعد قال اتيت الحيرة فرايتهم يسجدون لمرزبان لهم فقلت لرسول الله صلى الله عليه و سلم احق ان يسجد فاتيت رسول الله صلى الله عليه و سلم فقلت انى اتيت الحيرة فرايتهم يسجدون لمرزبان لهم فانت احق بان يسجدلك فقال لى ارايت لو مررت بقبرى اكنت تسجد له فقلت لا فقال لا تفعلوا لو كنت امر احدا ان يسجد لاحد لامرت النساء ان يسجدن لازواجهن لما جعل الله لهم من حق ★

"কয়েছ বেনে ছা'দ বলিয়াছেন, আমি 'হেয়ারা'তে উপস্থিত হইয়া তথাকার অধিবাসিগণকে তাহাদের নেতাকে ছেজদা করিতে দেখিয়া (মনে মনে) বলিলাম, অবশ্য (হজরত) রাছুল্লাহ (ছাঃ)কে ছেজদা করা সমধিক উপযুক্ত। তৎপরে আমি (হজরত) রাছুল্লাহ (ছাঃ) এর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলাম, আমি 'হিয়ারা'তে উপস্থিত হইয়া তথাকার অধিবাসিগণকে তাহাদের অগ্রণীকে ছেজদা করিতে দেখিয়াছি। কাজেই আপনি ছেজদা পাওয়ার সমধিক উপযুক্ত পাত্র। তৎশ্রবণে হজরত আমাকে বলিলেন, আমাকে বল, যদি তুমি আমার গোরে উপস্থিত হইতে তবে কি উহার ছেজদা করিতে? আমি বলিলাম না। হজরত বলিলেন, তোমারা এরূপ কার্য্য করিও না। যদি আমি কাহারও প্রতি কোন লোককে ছেজদা করিতে আদেশ করিতাম তবে স্ত্রীলোকদের প্রতি তাঁহাদের স্বামীকে ছেজদা করিতে আদেশ করিতাম, যেহেতু আল্লাহ তাহাদের উপর স্বামীদিগের হক নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আবুদাউদ ও আহমদ ইহা রেওয়াএত করিয়াছেন।"

আরও মেশকাত;—

عن عايشة ان رسول الله صلى الله عليه و سلم كان في نفر من المهاجرين و الانصار فجاء بعير فسجد له فقال اصحابه يا رسول الله تسجدلك البهائم و الشجر فنحن

أحق ان نسجدلك فقال اعبدوا ربكم و اكرموا اخاكم و لو كنت امر احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها *

"(হজরত) আএশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, নিশ্চয় রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) একদল মোহাজের ও আনছারির সঙ্গে ছিলেন এমতাবস্থায় একটি উষ্ট্র আসিয়া তাঁহাকে ছেজদা করিল। ইহাতে তাঁহার সহচরগণ বলিলেন, ইয়া রাছুলুল্লাহ, চতুষ্পদ সকল ও বৃক্ষ আপনাকে ছেজদা করিয়া থাকে, কাজেই আমাদের আপনাকে ছেজদা করা সমধিক যুক্তিযুক্ত। ইহাতে হজরত বলিলেন, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের এবাদত কর এবং তোমাদের ভ্রাতার সম্মান কর। যদি আমি কাহারও প্রতি কোন লোককে ছেজদা করিতে আদেশ করিতাম, তবে স্ত্রীলোকের প্রতি তাহার স্বামীকে ছেজদা করিতে আদেশ করিতাম।" — আলমগিরি ৫।৪০৪ পৃষ্ঠা।

من سجد للسلطان على وجه التحية او قبل الارض بين يديه لا يكفر ولكن يأثم لارتكابه الكبيرة هو المختار قال الفقيه ابو جعفر رحمة الله تعالى و ان سجد للسلطان بنية العبادة اولم تحضره النية فقد كفر كذافى جواهر الاخلاطى ✪

"যে ব্যক্তি ছালাম করা উদ্দেশ্যে বাদশাহকে ছেজদা করে, কিম্বা তাহার সম্মুখে জমি চুম্বন করে, সে ব্যক্তি কাফের হইবে না, কিন্তু গোনাহ কবিরা করার জন্য গোনাহগার হইবে, ফকিহ আবুজাফর (রঃ) বলিয়াছেন, ইহা মনোনীত মত। আর যদি কেহ এবাদাতের নিয়তে বাদশাহকে ছেজদা করে, কিম্বা তাহার কোন নিয়ত মনে না থাকে, তবে নিশ্চয় সে কাফের হইবে। ইহা জওয়াহেরে-আখলাতি কেতাবে আছে।"

আলমগিরি, ২/৩০৮ পৃষ্ঠা;—

قال غيره من مشائخنا رحمهم الله تعالى اذا سجد واحد لهؤلاء الجبابرة فهو كبيرة من الكبائر وهل يكفر. قال بعضهم يكفر مطلقا و قال اكثرهم هذا على وجوه ان اراد به العبادة يكفر و ان اراد به التحية لم يكفر و يحرم عليه ذلك . و ان لم تكن له ارادة كفر عند اكثر اهل العلم

"তাঁহা ব্যতীত অন্যান্য এমামগণ বলিয়াছেন, যদি কেহ এই অত্যাচারি পরাক্রান্তদিগকে. ছেজদা করে, তবে ইহা গোনাহ কবিরা হইবে, ইহাতে কাফের হইবে কিনা, কতক বিদ্বান বলিয়াছেন, প্রত্যেক অবস্থাতে কাফের হইবে। আর অধিকাংশ বিদ্বান বলিয়াছেন, ইহা কয়েক প্রকার হইবে— যদি সে ব্যক্তি ইহাতে এবাদতের নিয়ত করে, তবে কাফের হইবে। যদি তাহিয়াতের নিয়ত করে, তবে কাফের হইবে না, ইহা তাহার পক্ষে হারাম করা হইবে। আর যদি কোন নিয়ত না হয়, তবে অধিকাংশ বিদ্বানের মতে কাফের হইবে।"

দোর্রোল-মোখতার, ৪/৫৫ পৃষ্ঠা ;—

هل يكفر ان على وجه العبادة و التعظيم كفر

"ইহাতে কাফের হইতে হয় কি? যদি এবাদত ও তা'জিমের নিয়তে করে, তবে কাফের হইবে।"

শামি ;—

ذكر الصدر الشهيد انه لا يكفر بهذا السجود لانه يريد التحية قال القهستاني و في الظهيرية يكفر بالسجدة مطلقا *

"ছদরোশ-শহিদ উল্লেখ করিয়াছেন যে, এই ছেজদাতে কাফের হইবে না, কেননা সে ব্যক্তি তাহিয়াতের নিয়ত করিয়া থাকে।"

কাহাস্তানি বলিয়াছেন, জহিরিয়াতে আছে, প্রত্যেক প্রকার ছেজদাতে কাফের হইবে।

শরহে-ফেকহ-আকবর, ২৩৮ পৃষ্ঠা ;—

فى الخلاصة و من سجد لهم ان اراد به التعظيم كتعظيم الله سبحانه كفر *

খোলাছা কেতাবে আছে, যে ব্যক্তি তাহাদিগকে আল্লাহতায়ালার ন্যায় তা'জিমের নিয়ত করিয়া ছেজদা করে, সে ব্যক্তি কাফের হইবে।

উপরোক্ত বিবরণে বুঝা যায় যে, তা'জিমের নিয়তে ছেজদা করিলে, কাফের হইতে হয়। বিনা নিয়তে ছেজদা করিলে, সকলের মতে কাফের হইতে হয়। তাহিয়াতের নিয়তে ছেজদা করিলে, হারাম ও গোনাহ কবিরা হইবে, অবশ্য ইহাতে কাফের হইবে কিনা, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে। কিন্তু হারামকে হালাল জানিলে, কাফের হইতে হইবে।

বরং শরহে-ফেকহ-আকবরের ২৩৮ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে ;—

و ان اراد به التحية اختار بعض العلماء انه لا يكفر اقول هذا و هو الاظهر و فى الظهيرية قال بعضهم يكفر مطلقا هذا اذا سجد لاهل الاكراه - اما سجد بغير الاكراه اي ولو امر به على القولين يكفر عندهم بلاخلاف

"আর যদি তাহিয়াতের (ছালামের) নিয়ত করিয়া থাকে, তবে কোন বিদ্বান কাফের না হওয়া মনোনীত স্থির করিয়াছেন। আমি বলি, ইহাই সমধিক প্রকাশ্য মত। জহিরিয়া কেতাবে আছে, কতক বিদ্বান বলিয়াছেন, প্রত্যেক প্রকার ছেজদাতে কাফের হইবে।

যদি বলপ্রয়োগকারীকে ছেজদা করে, তবে এইরূপ মতভেদ হইয়াছে! আর যদি বিনা বলপ্রয়োগে আদিষ্ট হইয়াও ছেজদা করে, তবে বিনা মতভেদে সকলের মতে কাফের হইবে।"

উপরোক্ত বিবরণে প্রকাশিত হইল যে, কোর-আন,

মোতাওয়াতের হাদিছ, এজমা ও ফেকহের কেতাবগুলি হইতে তাহিয়াতের ছেজদা করা হারাম হওয়া প্রমাণিত হইল। শরহে ফেকহে-আকবর হইতে উহা কোফর হওয়া প্রমাণিত হইল। আরও যে বিষয়ে কোফর হওয়ার মতভেদ হইয়াছে, উক্ত কার্য্য করিলে তজদিদে-ইমান করা ও নেকাহ দোহরাইয়া লওয়া ওয়াজেব।

বিপক্ষ মৌলবিগণ নির্ব্বাচক নিস্পন্দ হইয়া রহিলেন, সভার চারিদিক হইতে এই শব্দ উত্থিত হইতে লাগিল যে, পীরগণকে ছেজদা করা যে হারাম তাহা বুঝিতে আমাদের সন্দেহ থাকিল না, কিন্তু সঙ্গীত-বাদ্য কি, তাহা জানিতে বাসনা রাখি।

মাওলানা রুহুল আমিন সাহেব দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন, মৌলবী আবুছইদ সাহেব লিখিয়া দিয়াছেন যে, পীর অলি-যাহাদের নফ্ছ মরিয়া গিয়াছে, তাহাদের পক্ষে বাদ্যসহ সঙ্গীত হালাল। আর যাহাদের নফ্ছ মরে নাই, তাহাদের পক্ষে উহা হারাম। তাঁহার এই দাবিতে বুঝা যায় যে তাঁহার এদেশস্থ মুরিদগণের পক্ষে সঙ্গীত ও বাদ্য হারাম, যেহেতু তাঁহারা পীরত্ব লাভ করিতে পারেন নাই।

আমি মৌলবী সাহেবগণকে জিজ্ঞাসা করি, যদি তাহারা কোর-আন ও হাদিছ হইতে প্রমাণ করিয়া দিতে পারে যে, পীরগণের পক্ষে সঙ্গীত ও বাদ্য হালাল, পক্ষান্তরে যাহারা পীরত্ব লাভ না করিয়াছে, তাহাদের পক্ষে উহা হারাম, তবে আমরা তাহাদের নিকট মুরিদ হইয়া যাইব।

প্রতিপক্ষগণ নির্ব্বাক হইয়া রহিলেন, তাঁহারা কিছুই বলিতে সাহসী হইলেন না।

তৎপরে মাওলানা রুহুল আমিন সাহেব বলিলেন, শ্রোতৃগণ, পূর্ব্বে ইছলামে অনেক বিষয় হালাল ছিল, কিন্তু শেষ অবস্থায় উহা হারাম হইয়া গিয়াছে। ইহার দৃষ্টান্ত বিরল নহে।

প্রথম ইছলামে মদ পান হালাল ছিল, এমন কি হজরত আবদুর রহমান ছাহাবা নেশাযুক্ত অবস্থায় নামাজের মধ্যে ছুরা

কাফেরুন পড়িতে গিয়া أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ স্থলে لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ পড়িয়া ফেলিয়াছিলেন। সেই সময় এই আয়ত নাজেল হয়। لَا تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَ أَنْتُمْ سُكَارٰي "তোমরা নেশাযুক্ত অবস্থায় নামাজের নিকটবর্ত্তী হইও না।"

তৎপরে অন্য আয়ত নাজেল হওয়ায় নেশাযুক্ত বিষয় সকল হারাম হইয়া গেল।

এইরূপ নূতন ইছলামে সুদ আদান প্রদানের ব্যবস্থা ছিল, পরে উহা হারাম হইয়া গিয়াছিল। এইরূপ প্রথম ইছলামে সঙ্গীত বাদ্য হালাল ছিল, অবশেষে কোর-আন শরিফের ছুরা লোকমানের আয়ত এবং অন্যান্য আয়ত দ্বারা হারাম হইয়া গিয়াছে।

ছহিহ বোখারীর একটি হাদিছে আছে ;—

ليكونن من امتي اقوام يستحلون الخز و الحرير والمعازف. ويمسخ أخرين قردة و خنازير الى يوم القيمة

'সত্যই আমার উম্মতের মধ্যে কয়েক সম্প্রদায় হইবে— তাহারা 'খজ্জ' (রেশম বিশেষ) রেশম, মদ ও সঙ্গীত বাদ্য হালাল জানিবে এবং তাহাদের কতককে বানর ও শূকর রূপে কেয়ামত পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তিত করিবেন।"

দুনইয়ার সমস্ত হাদিছের কেতাব অপেক্ষা ছহিহ বোখারী সর্ব্বোত্তম ছহিহ. ইহাতে স্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে যে, সঙ্গীত-বাদ্য শেষ ইছলামে হারাম হইয়াছিল।

তেরমেজি শরিফের হাদিছে আছে ;—

'যখন আমার উম্মত ১৫টি কার্য্য করিবে, তখন তাহাদের উপর নিম্নোক্ত বিপদগুলি পতিত হইবে—প্রবল ঝটিকা, ভূমিকম্পন, ভূ-গর্ভে ধ্বংস হওয়া, আকৃতি পরিবর্ত্তন হওয়া ও প্রস্তর বর্ষণ তন্মধ্যে ظهرت القينات و المعازف গায়িকাদের সঙ্গীত ও বাদ্য বাজান একটি বিষয়।

লন, তবে আমাদের উভয় দলের মতে কোন পার্থক্য থাকিবে না, নচেৎ এইক্ষণেই বাহাছ আরম্ভ হইয়া যাইবে। প্রতিপক্ষগণ কিছুই বলিতে সাহসী হইলেন না।

তৎপরে মাওলানা ছাহেব প্রকাশ করিলেন, খোদা কোর-আনে সুদ হারাম করিয়াছেন, যে কেহ উহা হালাল বলিবে, সে কাফের হইবে।

খোদা ও রাছুল পাঞ্জাগানা নামাজ ফরজ করিয়াছেন, সমস্ত পীর, অলি ও নবি (ছাঃ) নামাজের পাবন্দী করিয়াছেন, যে কেহ উহা পড়িতে অস্বীকার করিবে, কাফের হইবে।

তৎপরে তিনি কয়েকটি মছলার উত্তর দিয়া সভা ভঙ্গ করিলেন। এদিকে প্রতিপক্ষ মৌলবীগণ মলিন মুখে কেতাব পত্র লইয়া কোন সময় প্রস্থান করিলেন, তাহা অনেকে অবগত হইতে পারেন নাই।

অবশেষে উপস্থিত জনমণ্ডলী আল্লাহো-আকবর শব্দ উচ্চারণ করতঃ ছুন্নত-অল জামায়াতের জয় ঘোষণা করিলেন।

প্রত্যক্ষদর্শী—খয়রুল্লাহ।

সমাপ্ত